পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে ইন্টেল ডুয়াল কোর ২.৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ইন্টেল ডিজি৪১আরকিউএম মাদারবোর্ড, ৩২০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক ও আসুস ২১০ সাইলেন্ট গ্রাফিক্সকার্ড। আমার পিসি ৩ বছর আগে কেনা। কেনার ৬ মাস পর হঠাৎ পিসিতে ব্লু স্ক্রিন নামে কি যেনো একটা সমস্যা দেখা দেয়। আমি পিসিটি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে ঠিক করাই। তারপর বেশ ভালোই চলছিল কিন্তু কিছুদিন আগে থেকে এই সমস্যাটি আবার শুরু হলো। আমার অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা যায় না। মাঝে মাঝেই কাজ করার সময় পিসি হ্যাং করে ব্লু স্ক্রিন দেখিয়ে বসে থাকে। পিসি রিসেট করলে তারপরে আবার ঠিকমতো চলে। ব্লু স্ক্রিনে অনেকগুলো লেখা থাকে। মেইলে রিপোর্ট ফাইল অ্যাটাচ করে পাঠালাম। সম্ভব হলে সমাধান দেবেন।

–ন্যজমুল সজীব

সমাধান : ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ অনেক কারণে দেখা দিতে পারে। বেশিরভাগ কারণ হিসেবে দেখা যায় হার্ডডিস্কের বা মেমরির সমস্যা। আপনার তথ্যানুযায়ী পিসিতে যে সমস্যা হচ্ছে তা মেমরির সমস্যার জন্য হচ্ছে। হার্ডডিস্ক নিয়মিত স্ক্যান ডিস্ক, ভাইরাস স্ক্যান ও ডিফ্র্যাগমেন্ট করে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যদি তা করে ফল না পান তবে পিসির অপারেটিং সিস্টেম নতুন করে সেটআপ দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সমস্যা : আমার ল্যাপটপ হচ্ছে ডেল ইন্সপাইরন এন৫০১০। কনফিগারেশন হচ্ছে ইন্টেল কোর আই ফাইভ ৪৮০এম ২.৫৩ গিগাহার্টজ, ৪ গিগাবাইট ১৩৩৩ মেগাহার্টজ র‍্যাম, এটিআই মোবিলিটি রাডেওন এইচডি ৫৬৫০ ১ গি.বা. ডিডিআর৩ ও ৫০০ গিগাবাইট ৫৪০০ আরপিএম হার্ডডিস্ক। আমি কি এই ল্যাপটপে ভালো গেম, যেমন–ম্যাক্স পেইন ৩, ব্যাটলফিল্ড ৩, মর্ডান ওয়ারফেয়ার ৩ ইত্যাদি গেম হাই ডিটেইলসে খেলতে পারব? আর গ্রাফিক্সের কাজ করার জন্য কি এই ল্যাপটপ ভালো হবে। ল্যাপটপটি কেনার সময় যে ভিডিও ড্রাইভার আপডেট ছিল তাই আছে। এটি আর আপডেট করা হয়নি। আপডেট করলে সুবিধা কি এবং না করলে কি সমস্যা দেখা দিতে পারে?

–মো. জাহিদ, খুলনা

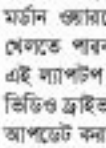

সমাধান : গেমিং ল্যাপটপ বিশেষভাবে বানানো হয়। এটি গেমিং ল্যাপটপ নয়। তারপরও এটি দিয়ে গেম খেলা যাবে, কারণ গ্রাফিক্সকার্ডটি মোটামুটি ভালোই বলা চলে। কিন্তু মিডিয়াম ডিটেইলসে খেলা যাবে। হাই ডিটেইলসে কিছু কিছু গেম হয়তো খেলা যাবে কিন্তু সব গেম চলবে না। গেম খেলার জন্য ল্যাপটপের চেয়ে ডেস্কটপ বেশি কার্যকর। ল্যাপটপটিতে গ্রাফিক্সের কাজ অনায়াসে করতে পারবেন। গ্রাফিক্স কার্ডের ড্রাইভার নিয়মিত আপডেট করা উচিত, কারণ তার সাথে অনেক কিছু যোগ করা হয়, যা নতুন প্রোগ্রাম ও গেম সাপোর্ট করে। অনেক সময় এমনও হয় আপডেট না করলে কিছু গেম ও প্রোগ্রাম রান করে না। কিছু গেম চালানোর সময় অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বাগ থাকতে পারে। সেসব সমস্যার সমাধান এই আপডেটগুলোতে দেয়া থাকে। তাই সব সময় গ্রাফিক্স ড্রাইভার ও ডিরেক্টএক্স আপডেট রাখা প্রয়োজন। রাডেওন সিরিজের কার্ডের জন্য গ্রাফিক্স ড্রাইভার ডাউনলোড করার জন্য এএমডির ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। এটিআইকে এএমডি কিনে নেয়ায় এখন তা গ্রাফিক্সকার্ডের জন্য সব সাপোর্ট এএমডির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটির ড্রাইভার ডাউনলোড সেকশনে গিয়ে কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম, কোন সিরিজের গ্রাফিক্সকার্ড ইত্যাদি ব্যাপার নিশ্চিত করার পর তা ডাউনলোড করে নিন। গ্রাফিক্স ড্রাইভার ইনস্টল করে তার অপশন থেকে আপডেট নোটিফিকেশন খুঁজে বের করে তা এনাবলড করে রাখুন। এতে ড্রাইভারের নতুন আপডেট এলে তা আপনাকে দেখাবে।

সমস্যা : আমার বাজেট ৬০ থেকে ৭০ হাজারের মধ্যে। এই দামে গেম খেলা যায় এমন ল্যাপটপ পাব কি না। অথবা আমি কি ডেস্কটপ নিতে পারি? তবে আমার ইচ্ছা ল্যাপটপ নেওয়ার, ল্যাপটপ নেওয়ার মূল কারণ সহজে বহন করা। কোনটা নিলে ভালো হবে, এই নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি, দয়া করে জানালে খুব উপকৃত হব।

–মাশেদুল ইসলাম

সমাধান : গেম খেলার জন্য ডেস্কটপের বিকল্প নেই। তবে অনেকেই গেমিং ল্যাপটপ কিনে থাকেন। ভালো মানের গেমিং ল্যাপটপ কেনার জন্য বাজেট আরো বাড়াতে হবে। বাজেট ১ লাখের ওপরে হলে ভালো হয়। এখানে যে বাজেট উল্লেখ করেছেন তাতে মোটামুটি ভালোমানের গেমিং ডেস্কটপ কিনতে পারবেন। ইন্টেল কোর আই ফাইভ সিরিজের বা এএমডি বুলডোজার সিরিজের প্রসেসরসহ ভালো মানের গ্রাফিক্সকার্ড দিয়ে পিসি কনফিগারেশন করতে পারেন।

সমস্যা : আমার কমপিউটার চালু ও বন্ধের সময় প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট লেগে যায়। আমার কমপিউটারের কনফিগারেশন ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৫৩ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম ও ২৫০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমি উইন্ডোজ এক্সপি ও সেভেন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। পিসির গতি বাড়ানোর কোনো উপায় আছে কি?

–মাহফুজ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

সমাধান : হার্ডডিস্কের পড়া ব্যাড সেক্টরের কারণে এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাই হার্ডডিস্ক নিয়মিত স্ক্যানডিস্ক ও ডিফ্র্যাগমেন্ট করুন। হার্ডডিস্কের যে ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে তার আকার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বড় হলে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এক্সপির ক্ষেত্রে ড্রাইভের আকার ২০ গিগাবাইট এবং সেভেনের ক্ষেত্রে ৫০ গিগাবাইটের বেশি না রাখাই ভালো। ভাইরাসের কারণেও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই প্রথম ড্রাইভ ভালোভাবে ফরমেট করে তারপর উইন্ডোজ ইনস্টল করুন এবং সেই সাথে ভালোমানের অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করুন। র‍্যামের পরিমাণ বাড়িয়ে নিলে পিসির পারফরম্যান্স আরো ভালো হবে। হার্ডডিস্কের প্রতিটি ড্রাইভ ১৫-২০ শতাংশ খালি রাখার চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় ডাটা বা ফাইল রেখে ড্রাইভ ভরে না রেখে তা ডিলিট করুন। হার্ডডিস্কের ডাটা পোর্টেবল হার্ডডিস্কে কপি বা ডিভিডিতে রাইট করে নিয়মিত ব্যাকআপ রাখুন যাতে কোনো কারণে হার্ডডিস্ক ক্র্যাশ করলে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা না হারিয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ ডাটার ব্যাকআপ রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন, যা ভবিষ্যতে বেশ কাজে দেবে।

সমস্যা : আমার কমপিউটার বন্ধ করার জন্য টার্ন অফ করলে শাট ডাউন মেসেজ দেখা যায়, কিন্তু কমপিউটার বন্ধ হয় না। টার্ন অফ করার প্রক্রিয়াটি কয়েকবার করার পর কমপিউটার বন্ধ হয়। এটি কি ধরনের সমস্যা?

–ফাহাদ, রামপুরা

সমাধান : আপনার পিসির কনফিগারেশন এবং কোন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন তা উল্লেখ করেননি। পিসির কনফিগারেশন ও ইনস্টল করা গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যারগুলোর তথ্য দিলে কমপিউটারের সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়াটা সহজ হয়। তাই ঝুটঝামেলা বিভাগে কোনো সমস্যা পাঠানোর সময় অবশ্যই পিসির কনফিগারেশন, অপারেটিং সিস্টেম ও অ্যান্টিভাইরাসের তথ্য লিখে পাঠাবেন। আপনার পিসির এ সমস্যা ভাইরাসের কারণে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তাই বাজার থেকে ভালোমানের অ্যান্টিভাইরাস কিনে তা দিয়ে পুরো সিস্টেম স্ক্যান দিয়ে দেখুন সমস্যার সমাধান হয় কি না। বাজারে তুলনামূলকভাবে অনেক কম দামে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার পাওয়া যায়। পিসির সুরক্ষার জন্য ৫০০-১০০০ টাকা খরচ করা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। তাই সবাই চেষ্টা করুন লাইসেন্সড অ্যান্টিভাইরাস কপি ব্যবহার করার। ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস অতটা শক্তিশালী নয়। তাই তা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা যায় ততই ভালো। যদি ফ্রি অ্যান্টিভাইরাস বা সিকিউরিটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করতেই হয় তাহলে মাইক্রোসফটসিকিউরিটি অ্যাসেনশিয়াল ব্যবহার করতে পারেন। এটি মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন। অন্যান্য ফ্রি সিকিউরিটি টুলের তুলনায় এ সিকিউরিটি অ্যাসেনশিয়ালের পারফরম্যান্স ভালোই বলা চলে।

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার পুরনো পিসি থেকে বেশ কিছু ডাটা আমার নতুন কেনা পিসিতে নেয়া দরকার। কিন্তু নতুন পিসির হার্ডডিস্ক সাটা এবং পুরনো পিসির হার্ডডিস্ক আইডিই পোর্টের, তাই হার্ডডিস্ক টু হার্ডডিস্কে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়। পিসি থেকে পিসিতে ডাটা ট্রান্সফার করার জন্য ল্যান কানেকশন ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি?

–রাকিব, তেজগাঁও

সমাধান : ল্যান কানেকশন ছাড়া আরো অনেক উপায়ে আপনি পুরনো পিসি থেকে নতুন পিসিতে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারেন। ভালো ধারণক্ষমতাসহ পোর্টেবল ইউএসবি হার্ডডিস্ক দিয়ে ডাটা অনেক দ্রুতগতিতে ট্রান্সফার করতে পারবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সাটা টু আইডি কনভার্টার কিনে পুরনো পিসি হার্ডডিস্ক নতুন পিসিতে যুক্ত করতে পারেন। আইডিই টু ইউএসবি ক্যাবলের সাহায্যেও পুরনো হার্ডডিস্ক থেকে ডাটা সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা ইউএসবি টু ইউএসবি ডাটা ট্রান্সফার ক্যাবলের সাহায্যে পিসি দুটি কানেক্ট করে ডাটা লেনদেন করতে পারেন। এসব ক্যাবল ৫০০-৮০০ টাকার মধ্যে বাজারে পাওয়া যাবে। আরো সস্তা দরের ক্যাবলও পাওয়া যায়, তবে তাদের গুণগত মান ও ডাটা ট্রান্সফার রেট অনেক খারাপ।

সমস্যা : ওয়াইড স্ক্রিন মনিটরের চেয়ে স্কয়ার মনিটরের দাম বেশি কেনো? বড় আকারের স্ক্রিনের কারণে তো ওয়াইড স্ক্রিন মনিটরের দাম বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু দামে এত তফাৎ কেনো? ওয়াইড স্ক্রিনের ডিসপ্লের চেয়ে কি স্কয়ার এলসিডি মনিটরের কোয়ালিটি ভালো?

–জুবায়ের আলী, মগবাজার

সমাধান : আপাত দৃষ্টিতে ওয়াইড স্ক্রিন মনিটরের ডিসপ্লে স্কয়ার মনিটরের চেয়ে বড় মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। ওয়াইড স্ক্রিনের প্রস্থ বড়, কিন্তু উচ্চতা স্কয়ার মনিটরের তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে। প্রস্থ ও উচ্চতা বিবেচনা করে তাদের গুণফল দিয়ে ক্ষেত্রফল বের করা হলে স্কয়ার মনিটরের ক্ষেত্রফল বেশি হবে এবং তাতে বেশিসংখ্যক পিক্সেল দেখানো যাবে। ডিসপ্লেতে কতগুলো পিক্সেল থাকবে তার ভিত্তিতে মনিটরের দামের হেরফের হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৭ ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রিন (১৬:১০) ও স্কয়ার (৫:৪) এলসিডি ডিসপ্লের কথা বিবেচনা করা যাক। ১৭ ইঞ্চিতে দুটি মনিটরের ন্যাটিভ রেজ্যুলেশন হচ্ছে যথাক্রমে ১৪৪০×৯০০ এবং ১২৮০×১০২৪। মনিটর দুটির ডিসপ্লেতে পিক্সেলের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১২৯৬০০০ এবং ১৩১০৭২০। পিক্সেলের সংখ্যা স্কয়ার মনিটরে বেশি, তাই তার দাম বেশি। কোয়ালিটির ব্যাপারে তেমন কোনো পার্থক্য নেই স্কয়ার ও ওয়াইড স্ক্রিন মনিটরের ক্ষেত্রে।

সমস্যা : আমার পুরনো পিসি থেকে বেশ কিছু ডাটা আমার নতুন কেনা পিসিতে নেয়া দরকার। কিন্তু নতুন পিসির হার্ডডিস্ক সাটা এবং পুরনো পিসির হার্ডডিস্ক আইডিই পোর্টের, তাই হার্ডডিস্ক টু হার্ডডিস্ক ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়। পিসি থেকে পিসিতে ডাটা ট্রান্সফার করার জন্য ল্যান কানেকশন ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি?

–রকিবুল হাসান, মগবাজার

সমাধান : ল্যান কানেকশন ছাড়া আরো অনেক উপায়ে আপনি পুরনো পিসি থেকে নতুন পিসিতে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারেন। ভালো ধারণক্ষমতাসহ পোর্টেবল ইউএসবি হার্ডডিস্ক দিয়ে ডাটা অনেক দ্রুতগতিতে ট্রান্সফার করতে পারবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে সাটা টু আইডি কনভার্টার কিনে পুরনো পিসির হার্ডডিস্ক নতুন পিসিতে যুক্ত করতে পারেন। আইডিই টু ইউএসবি ক্যাবলের সাহায্যেও পুরনো হার্ডডিস্ক থেকে ডাটা সংগ্রহ করতে পারেন। অথবা ইউএসবি টু ইউএসবি ডাটা ট্রান্সফার ক্যাবলের সাহায্যে পিসি দুটি কানেক্ট করে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারেন। এসব ক্যাবল ৪০০-৫০০ টাকার মধ্যে বাজারে পাওয়া যাবে। আরো সস্তা দামের ক্যাবলও পাওয়া যায়, তবে তাদের কোয়ালিটি ও ডাটা ট্রান্সফার রেট অনেক খারাপ। ক্যাবলের চেয়ে কনভার্টারের দাম আরো বেশি হতে পারে।

ফিডব্যাক : *jhutjhamela@comjagat.com*